ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ ও বিজাতীয় অনুকরন

ভিন্ন পথঃ= ইসলাম বিশ্ব-মানবতার জন্য আল্লাহর মণোনীত একমাত্র জীবন বিধান। ইসলামী শারীয়া'হই জীবনের পথ, একমাত্র পথ। আল্লাহ তায়া'লা বলেন:

ইহাই আমার পথ। সোজা পথ। ইহা আকড়ে ধর। ভিন্ন পথ বানিও না। এতে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমাদেরকে এ আদেশ দেয়া হল, যেন (আল্লাহর গযব থেকে) বাঁচতে পার। (৬ আনয়া'ম: ১৫৩)

আল্লাহর পথ আসলে এক পথ, সোজা পথ। যা আকড়ে থাকার জন্য আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। ইসলাম দলিল ভিত্তিক ভিন্নমতের অনুমতি দিলেও ভিন্ন পথ থেকে সাবধান করে দিয়েছে।

ভিন্ন মত আর ভিন্ন পথ এক নয়। ইসলাম সর্বকালিন, সার্বজনীন। জন-স্বার্থে দলিল ভিত্তিক ভিন্ন মতের ও ভিন্ন পদ্ধতিতে কাজের সুযোগ দিয়েছেন আল্লাহ তায়া'লা। ইহা আল্লাহর করুনা। এসুযোগকে জন-কল্যানে ব্যবহার করে লোকজনকে সহজ ভাবে দ্বীন পালনের সুবিধা করে দিয়েছিলেন সাহাবা ও তাবেয়ীগণ। কিন্তু পরবর্তিতে এর অপব্যবহার করে ভিন্ন মতের নামে ভিন্ন ভিন্ন পথ তৈরী করা হয়েছে। যেমন:

ক. ইসলামী আইনে দলিল ভিত্তিক ভিন্নমতের সুযোগ রয়েছে। এসুযোগ গ্রহন করেই ইমামগণ ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নমত পোষন করেছেন। তাদের মতকে মাযহাব বলা হয়। মাযাহব আসলে ভিন্নমতের বহি:প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। সাহাবাদের সময়েও ভিন্নমত ছিল। তারা দলিল ভিত্তিক সকল মতকে সম্মান করতেন, মেনে নিতেন। আমাদের উচিত ছিল: তাদের অনুকরন করা।

কিন্তু সংকীর্ন মন-মাষকিতা সহ নানা কারনে আমাদের সমাজ আজ সাহাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত। আজকাল ইমামগণের মতকে পথ হিসাবে গ্রহন করে উম্মতকে বিভক্ত করা হয়। ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে অনৈক্য এমন পর্যায়ে পৌছে ছিল যে পবিত্র হারামে চার ইমামের পিছনে চার জামায়াতে নামায আদায় করা হত। (সালাফী বিপ্লবের পর যার সমাপ্তি ঘটিয়ে আবার এক জামায়াত চালু করা হয়)।

খ. তা'লিম তারবিয়্যাহ তাবলীগ জিহাদ তথা শিক্ষা প্রশিক্ষন প্রচার ও প্রতিরক্ষা ইত্যাদি হচ্ছে দ্বীনি কাজের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। সাহাবাদের সময়ে একে পদ্ধতি হিসাবেই দেখা হত। সকলেই সময় মত সব কাজে শরীক হতেন।

কিন্তু আজকাল এমনটা নেই। বর্তমান সমাজ এসবকে আলাদা আলাদা পথ বানিয়ে অনৈক্য ও বিভক্তির কারন হিসাবে দাড় করিয়েছে। যা মোটেই কাম্য ছিল না। তাই আসুন! আমরা মূলে ফিরে যাই। দলিল ভিত্তিক সকল মতকে সম্মান করি এবং ভিন্ন পথ পরিহার করি।

বিজাতীয় অনুকরনঃ= ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করার নাম ইসলাম গ্রহন। যে আত্মসমর্পন করল সে মুসলিম। মুসলিম জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চরবে। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের অনুকরনে চালিত হবে তার জীবন। মুসলমান জীবনের কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যকিছু মেনে নিতে পারে না। পারে না রাসূল সাঃকে ছেড়ে অন্য কারো অনুকরন করতে।

সাহাবাগণ আল্লাহর বিধান মেনে চলেছেন। রাসুলের অনুকরন করেছেন। তারা জাতির আদর্শ, জাতীয় আদর্শ। তাদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ হচ্ছেঃ

যারা তোমাদের মত করে ঈমান আনবে তারা হেদায়াত পাবে। আর যারা অন্যথা করবে তারা বিদ্বেষ পোষন করছে। তবে তোমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, মহা-জ্ঞানী। (২ বাকারাহ: ১৩৭)

আল্লাহর বিধানের অনুকরন কর, অন্য কারো নয়। কিন্তু খুব কম মানুষই কথাটি মেনে চলে। (৭ আ'রাফ: ৩)

মুঅমিনগণ ! পরিপূর্ন ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর (কোন কিছুতেই) শয়তানের অনুকরন কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২ বাকারাহ: ২০৮)

....এমন কোন জাতির অনুকরন কর না যারা আগেই সঠিক পথ ছেড়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং অনেক লোককে বিভ্রান্ত করেছে। (৫ মা-ইদাহ: ৭৭)

আরো অনেক আয়াত ও হাদীছে বিজাতীয় অনুকরনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিজায়ীয় অনুকরন বিভ্রান্তির মূল। এবার আসুন ! জেনে নেই বিজাতীয় অনুকরন বলতে কি বুঝায়।

জাতি ও বিজাতিঃ বিজাতীয় অনুকরন বুঝতে হলে প্রথমে জাতি ও বিজাতি বুঝতে হবে। বুঝতে হবে আমাদের জাতীয় পরিচয়।

আমরা মানুষ, মানব জাতি। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদাতের জন্য, তাঁর বিধান মত চলার জন্য। কিন্তু সব মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলে না। মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। যথা: বাধ্য মানব ও অবাধ্য মানব তথা মুসলিম জাতি ও কাফির জাতি। ইরশাদ হচ্ছেঃ

সকল মানুষ একই জাতিভুক্ত ছিল। আল্লাহ রাসূল পাঠিয়েছেন সু-সংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে। মানুষের সমস্যা সমাধানে দিয়েছেন যথাযত কিতাব। (বিষয়টি) প্রমানিত হওয়া সত্বেও কিছু মানুষ বিদ্বেষ করে, বিরোধিতা করে। কিন্তু আল্লাহ মুঅমিনদের হেদায়াত করেন। আল্লাহ যাকে খুশি পরিচালিত করেন সঠিক পথে।
(২বাকারাহ: ২১৩)

আমরা আল্লাহ ও রাসূলের বাধ্য জাতি, মুসলিম জাতি। দুনিয়ার সকল মুসলিম একই জাতি। মুসলিমই আমাদের জাতীয় পরিচয়। আমাদের জাতীয়তার মূল ভিত্তি ইসলাম। (ইসলামী জাতীয়তাই মুসলমানের জাতীয়তা। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ অমুসলিমদের তৈরী, মানব রচিত, মনগড়া।) কিন্তু অমুসলিমরা তাদের জাতীয় পরিচয় বদলে ফেলেছে। তারা হিন্দু জাতি, বৌদ্ধ জাতি, ইয়াহুদ জাতি ইত্যাদি মনগড়া নামে পরিচিত হয়েছে।

আমরা মুসলিম। ইবরাহীম আঃ আমাদের জাতির পিতা। তিনিই আমাদের মুসলিম নামে পরিচিত করেছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ন। কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব-তামাদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, পোষাক-আশাক সবকিছুতেই আমাদের রয়েছে নিজস্ব নীতিমালা। জাতীয় উৎসব, আনন্দ-উপভোগ, সামাজিক শিষ্ঠাচার সহ সকল ক্ষেত্রেই আমরা স্বতন্ত্র। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, কি নেই আমাদের ? জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে সুস্পষ্ট ও সুনিদৃষ্ট নীতিমালা। কোন কিছুর জন্যই অন্য জাতির সরনাপন্ন হতে হবে না আমাদের। তাই আমর গর্বিত জাতি। মুসলিম জাতি।

বিজাতীয় অনুকরনের কিছু নমুনাঃ মুসলিম ছাড়াও দুনিয়াতে আরো অনেক জাতি আছে। আমাদের মত স্বয়ং সম্পূর্ন না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরও রয়েছে নিজস্ব নীতিমালা, শিষ্ঠাচার ও সংস্কৃতি। জীবনের কোন ক্ষেত্রে জাতীয় স্বকীয়তা ও নীতিমালা বাদ দিয়ে অন্য জাতির অনুকরনকে বলা হয় বিজাতীয় অনুকরন। যেমন:

১. সূদ খাওয়া, সূদ ভিত্তিক ব্যাংকিং, সূদী লেনদেন ইত্যাদি ইয়াহুদী সমাজের চিরাচরিত নিয়ম। ইসলামে সূদ ও সূদী লেনদেনকে কঠিন ভাবে হারাম করা হয়েছে।

সুতরাং সুদ খাওয়া, সূদ দেয়া, সুদ লেখা, সুদের সাক্ষ্যি হওয়া, সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং করা, সূদী লেনদেন করা ইত্যাদি হচ্ছে বিজায়ীয় অনুকরন। এসব হারাম, পাপ, কবিরাহ গুমাহ। যারা এসব কাজ করে তারা ফাসিক। আর এমন পাপকে তুচ্ছ করা বা এসব কাজকে পাপ মনে না করা কুফর।

২.
*. আল্লাহর দ্বীনকে নিজের মত করে পালন করা
*. ব্যক্তি বা গোষ্টি স্বার্থে দ্বীনকে ব্যবহার করা
*. দ্বীনের কিছু প্রকাশ করা আর কিছু গোপন রাখা
*. জনসমর্থন হারানো বা সরকারের রূষানলে পড়ার ভয়ে হক কথা না বলা
*. দোয়া বা ধর্মীয় কাজের বিনিময়ে অবৈধ পন্থায় দুনিয়া হাসিল করা, ইত্যাদি ইয়াহুদ সমাজের বদ-অভ্যাস। ইসলামে এসব কাজের কোন বৈধতা নেই। কুরআন ও হাদীছে এমন কাজের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। এসব বিজাতীয় অনুকরন। এমন করা গুনাহ ও পাপ। আর এসবকে বৈধ মনে করা কুফর।

৩. জন্মদিন, মৃত্যুদিন, নববর্ষ ইত্যাদি মনগড়া নানা দিবস পালন করা, কোন বিশেষ স্থানে বা স্তম্ভে দিবসের ফুল বা ভোগ দেয়া, ইত্যাদি বিজাতীয় সংস্কৃতি। ইসলামে এর ভিত্তি নেই। ঈদ আল-ফিতর ও ঈদ আল-আদ্বহা মুসলিমানদের জাতীয় দিবস। মনগড়া কোন দিবস পালনের বৈধতা দেয়নি ইসলামী শারীয়া'হ।

ইসলামী বিধান মতে কোন স্থান বা কালকে অন্য স্থান বা কালের উপর প্রাধান্য দেয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ তায়া'লা। অন্য কেউ এমন করা আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ। কুফর ও শিরক।

এমনকি রাসূলের জন্ম উৎসব (মিলাদুন্নবী) পালন করাও ইসলামের শিক্ষা নয়। এসব বিজাতীয় অনুকরন। আর এমন কাজকে বৈধতা দেয়া শারীয়া'হ পরিপন্থি, যা মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

৪. সৌধ, স্তম্ভ, মিনার নির্মান বিজাতীয় সংস্কৃতি। ইসলামে এসব কাজকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

ক. জনকল্যানে কোন বিশেষ চিহ্ন (যেমন: পথের চিহ্ন ইত্যাদি) হিসাবে নির্মিত সৌধ, স্তম্ভ, মিনারকে আলাম বা চিহ্ন বলা হয়। আলাম বা চিহ্ন বানানো ভাল কাজ।

খ. সুন্দর্যের জন্য সৌধ, স্তম্ভ বা মিনার বানানো অপ্রয়োজনীয় কাজ। ইসলামী শারীয়া'হ শুধু মসজিদের সুন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এর অনুমতি দিয়েছে। অন্যথায় এমন করা অপ্রয়োজনীয় ও অপচয়।

গ. শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য নির্মিত সৌধ, স্তম্ভ ও মিনারকে বলা হয় নুস্বুব বা আনস্বাব। নুস্বুবকে সম্মান করা, বিশেষ উদ্দেশ্যে এখানে ফুল, ফল, খাদ্যদ্রব্য বা অন্য কিছু ভোগ দেয়া বিজাতীয় সংস্কৃতি।

মক্কাহর মুশরিকরা এমন করত। মুর্তি, পাথর, স্থাপনা মিলিয়ে তিন শতাধিক নুস্বুব ছিল তাদের। হিন্দুরাও মুর্তি, পাথর, গাছ ও স্থাপনাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে নির্ধারিত দিনে হাজিরা দেয়। এর সামনে বিশেষ ভঙ্গিতে দাড়িয়ে থাকে, বিশেষ কিছু পাঠ করে ও ভোগ দেয়। এমন করে পশ্চিমা দুনিয়াও।

এসব বিজাতীয় অনুকরন। ইসলামের এর কোন বৈধতা নেই। এমন করা অবৈধ, পাপ। এসব কাজ ঈমান বিনষ্টকারী, কুফর ও শিরকের অন্তর্গত।

৫. আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার প্রতি অতি আশাবাদি হয়ে ঢালাও ভাবে পাপ করা খৃষ্ঠানদের কালচার। আর দ্বীন বা দ্বীনি বিষয়কে কঠিন করে উপস্থাপন করা ইয়াহুদদের স্বভাব। বর্তমানে অনেকেই এমন করে থাকেন। ইসলামী শারীয়া'হ আসলে মধ্যবর্তি পথ। হাদীছে বর্নিত হয়েছে: ঈমান ভীতি ও আশার মাঝামাঝি।

আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার প্রতি অতি আশাবাদি হয়ে পাপ করা বা দ্বীনকে কঠিন ভাবে উপস্থাপন করা বিজাতীয় অনুকরন। এমন কাজ ইসলামে অনুমোদিত নয়। এসব মানুষকে ভ্রান্ত পথে ধাবিত করে।

৬. রাসূলের সুন্নাতকে যথেষ্ট মনে না করে মনগড়া পন্থা তৈরী করা। দ্বীনি ব্যাপারে মনগড়া পন্থা তৈরী করা ইয়াহুদ নাসারাদের স্বভাব। এসব বিজাতীয় অনুকরন। অথচ আজকাল অনেকেই এমনটি করে থাকেন। যেমনঃ রাসূল সাঃর সুন্নত হল:

ক. কারো ঘরে খানা খেলে তার জন্য দোয়া করা। দোয়াটিও রাসুল সাঃ শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজে এদোয়াকে যথেষ্ট মনে করা হয় না। দাওয়াত খাবার পর ঘরের সবাইকে নিয়ে একত্রে উচ্ছস্বরে হাত তুলে দোয়া করা হয়। যা রাসূল সাঃ কোন দিন করেননি। সুন্নতকে যথেষ্ট মনে না করার কারনেই এমনটি হয়ে থাকে।

খ. আক্বীক্বাহর পশু জবেহ কালে দোয়া পড়া প্রতিষ্ঠিত সুন্নত। আক্বীকাহ উপলক্ষে অন্য কোন দোয়া হাদীছে প্রমানিত নয়। অথচ আমাদের সমাজে এসুন্নতকে যথেষ্ঠ মনে করা হয় না। আক্বীক্বাহর দিনে নানা ধরনের খতম সহ অনুষ্ঠানিক দোয়ার আয়োজন করা হয়। রাসুল সাঃ, সাহাবাগণ বা তাবেয়ীদের যামানায় এমন করা হত না।

গ. সৎ লোকদের কাছে দোয়া চাওয়া একটি প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ। রাসূল সাঃর সময়েও এমন করা হত। সাহাবাগণ পরস্পরকে এবং রাসূল সাঃকে তাদের জন্য ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বলতেন। এসব কাজের জন্য টাকা পয়সার কোন লেনদেন হত না। ইহাই ইসলামী রীতি। পক্ষান্তরে ইয়াহুদ উলামাগণ লোকজন থেকে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিত। যা আজকাল আমাদের মাঝেও চালু হয়েছে।

প্রতিটি কাজকে অনুষ্ঠানিক রূপ দেয়া ইয়াহুদ, হিন্দু সহ অন্য সমাজের কৃষ্ঠি তথা বিজাতীয় কালচার। জনতা থেকে কিছু হাসিল করার জন্য স্বাভাবিক কাজকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। ইসলাম স্বাভাবিক ও সাদামাটা কাজের শিক্ষা দেয়। স্বাভাবিকতাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়া স্বার্থ ভোগী মানুষের স্বভাব। যা মানুষকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করে কুফর পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে।

তাই আসুন ! আমরা সকল প্রকার বিজাতীয় অনুকরন বাদ দিয়ে শিকড়ে ফিরে যাই। কোন প্রকার টাল বাহানা না করে সরাসরি ভাবে আল্লাহর হুকুম, নবীর তরিকাহ ও সাহাবাদের অনুকরন করি। ইনশা আল্লাহ! আল্লাহ আমাদের হেদায়ত করবেন। আমরাও পেয়ে যাব সঠিক পথ।